লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়, অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

মুহাম্মদ হাসান ইমাম *

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ও প্রকল্পে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও স্থানীয় সম্পদ সংগঠিতকরণের মতো বিষয়সমূহের সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট করার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না। অংশগ্রহণমূলক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, পারিবেশিক যত্ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের মতো বহুকথিত উদ্দেশ্যসমূহের সমন্বয়কে যথেষ্ট মূল্য এখনো দিতে পারা যায়নি। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকৃতি, প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং গণ-অংশগ্রহণের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার অবকাশ থেকে যায়। এ ধরনের ধারণা ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে পরিবেশ, কৃষি, অবকাঠামো ও অংশগ্রহণের স্থানীয় সমন্বয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য ব্যবস্থাপনাকে উদ্ভাসিত করতে পারে। এ আলোচনার প্রধান পূর্বানুমান (assumption) হিসেবে এমন ধারণা পোষণ করা হয়েছে যে, স্থানীয়ভিত্তিক কার্যক্রম আঞ্চলিক ও জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে সম্পূরক অবদান রাখতে সক্ষম।

২.০ পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ

২.১ স্থানীয় প্রতিবেশতাত্ত্বিক উৎকণ্ঠা (Local Ecological Concerns): একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic) পরিবর্তন একভাবেই পরিবেশের জন্য যথেষ্ট হুমকির সৃষ্টি করেছে; কারণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, ঘনত্ব, বসতি ও অভিগমন পরিবেশগত অবনয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। তবে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে কৃষির ভূমিকা প্রবল, কারণ তা জনসংখ্যার ৮০% কে নিয়োজিত রেখেছে এবং জিডিপি-র ৪০% সংযোজিত করে, যা প্রকারান্তরে ৮০% ভূমিব্যবহারকে চিহ্নিত করে। ১৯৮৪ সালে ৭০.৩৪% খামার ছিল ছোট ও প্রান্তিক। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫% থেকে ৬০ শতাংশে। সম্পদের সংস্থান ও সম্পত্তি-

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধিকারের নিরিখে অনেকেই এ প্রবণতাকে মেরুকরণ (polarization) এবং গরিবায়ন (pauperization) প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Rahman, 1986; Jahangir, 1979; van Schendel, 1981; Westergaard, 1978) । সুতরাং একথা সত্য যে, অপূরণীয় অবনয়ন, অবলুপ্তি ও দুর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় ধরনের কারণই দায়ী। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও সীমিত সম্পদের প্রেক্ষাপটে সবার জন্য বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা ও নিয়োজনের মতো বিষয়সমূহ যথেষ্ট কঠিন। এরকম ধারণা অমূলক নয় যে, Even the most carefully considered resource management plans cannot cope with ever-increasing population (WRI, 1990: 15) । অনস্বীকার্য যে, শুধু সংখ্যাই নয়, জনসংখ্যার গুণগত নিম্নমাত্রা পরিবেশগত অবনয়ন ও বিকৃত উন্নয়নের জন্য দায়ী। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাথে তাই মানবীয় আচরণের দিকটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে দেখা গেছে (Hossain, 1990, 16) । এসব প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখে বলা যায় বাংলাদেশে দারিদ্র, জনসংখ্যা ও পরিবেশ একই সূত্রে বাঁধা।

২.২ চাষযোগ্য সীমায় পৌঁছে যাওয়ায় একদিকে কৃষিতে নিয়োজন সম্ভাবনা যেমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে পুঁজিঘন শিল্পায়ন সামান্যই কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। অথচ গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের অবিচল ধারাটি অক্ষুণ্ন আছে। জানা যায় যে, ১৯৮৯ সালে শহরমুখী অভিগমনের অর্ধেক ঘটেছে ভূমিহীনতা ও নদীভাঙ্গনের ফলে। সরকারি প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হয়েছে যে, উচ্চ জনঘনত্ব, বন, মৎস্য, ও ভূমির অতি-ব্যবহার ঘটিয়েছে ফলশ্রুতিস্বরূপ ভূমিক্ষয়, উর্বরতা হ্রাস, আহরণযোগ্য মৎস্যের (capture fisheries) অভাব ও ব্যাপক বননিধন দ্রুততা পেয়েছে (GOB, 1991: 21)। মৌল উৎপাদন উপায় হলেও এদেশে ভূমিব্যবহার সরকারি ও বেসরকারিভাবে সমান মাত্রায় অপরিকল্পিত। কৃষিজমির অকৃষি রূপান্তর পরিবেশ-অনুকূল নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নতুন বসতিস্থাপন, বাণিজ্যিক প্রসার সাধারণভাবে ভূমির উপরিস্তরের ক্ষয়কে অবারিত করেছে। বায়ু প্রবাহ, প্লাবন জল, অপসৃয়মান উদ্ভিজ্জ ও চাষাবাদ পদ্ধতিও প্লাবন সমভূমির রূপান্তর ঘটানোর জন্য দায়ী মনে করা হয়েছে।

২.৩ নদী তীরের ভাঙন একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে ছোট-বড় নদী, বিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতি গঠন-বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনের ধরন এবং ফলশ্রুতি ভূমি ক্ষয়, ভাঙন, পলিপত্তন, ও চরগঠনকে ব্যাপকতা দিয়েছে (Chowdhury and Bhuiya, 1990: 23)। এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক নদী রয়েছে যেগুলোর সুফল বৃদ্ধি না পেলেও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহরকে সতত হুমকির সম্মুখীন করে রেখেছে। দেশের উপকূল ও অভ্যন্তরে জলোচ্ছ্বাস ও ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে (Islam, S, 1890: 18)। লবণ-আক্রান্ত এলাকার বিস্তৃতি ঘটেছে ৩.০ মিলিয়ন হেক্টরে। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পুনর্সঞ্চয়নের কারণে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন (Islam, M. N. 1990: 21; Dean and Treygo, 1989:39 DANIDA, 1989: 30; GOB, 1991:29) ।

২.৪ জলজ সম্পদের ধ্বংস ও ভূমির বনায়নের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারকে একটি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একফসলী চাষাবাদের প্রসার, উচ্চতর চাষ ঘনত্ব, ভ্রান্তচাষ অনুক্রম, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, জৈববস্তুর হ্রাসমানতা, জলাবদ্ধতা, প্রভৃতিকেও ভূমি অবনয়নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা হয়েছে (Dean and Treygo, 1989:24; DANIDA, 1989:28)। কৃষি-রাসায়নিকের (agrochemicals) ব্যবহার, মৃত্তিকার গুণ, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ জল এবং জীন বৈচিত্রসহ 'জেনেটিক' সম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে (Islam, S. 1990:4GOB, 1991:33)। তাছাড়া, চিংড়িচাষসহ ধান চাষের একক সম্প্রসারণ একদিকে যেমন স্থানীয় প্রতিবেশতাত্ত্বিক ভারসাম্য নষ্ট করছে, তেমন ঐতিহ্যগতভাবে জীবিকা নির্বাহকারী সম্প্রদায়সমূহের জন্য চরম প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে। যাহোক, একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৮১ সালে অবনয়িত ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৭.৪%, আর ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বননিধনের ফলে বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে এসেছে শতকরা ২০ থেকে ৭ শতাংশে; ১৯৭৬-১৯৮০ সময়কালে বনবিলোপের বার্ষিক হার ছিল ৮,০০০ হেক্টর (Pookpakdi, 1993:3)।

২.৫ বাংলাদেশের নদীবহুল ভূমির উপরিভাগে হ্রদ, পুকুর, হাওড়, বাওড়, দিঘী ও বিলের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে শুধু নদী ও খালের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ২৪ হাজার কিলোমিটার। নদীর বার্ষিক গড় জল প্রবাহের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ৩৭,৫৯০ কিউবিক মিটার (Rashid, 1991: 25)। একটি সাধারণ সম্পদ (common resource) হিসেবে এসব জলাশয় মানুষের জীবন, জীবিকা ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করতো। সম্প্রদায়গত পর্যায়ে কৃষিকাজ, গার্হস্থ্য জীবন ও যোগাযোগের জন্য এসব জলাধার ও জলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ এই নদীবাহিত জলের কারণে অথবা নদী সংলগ্নতার কারণে মোট এলাকার ১৮% ভূমি প্লাবিত হয় প্রতি বৎসর। অতিরিক্ত বন্যার বছর উপদ্রুত এলাকার পরিমাণ ২৬% হতে পারে যা মোট চাষযোগ্য জমির ৬০% (Dean and Treygo, 1989:32) । বন্যা অনেক ধরনের ক্ষতির সম্মখীন করে; যেমন, ফসলহানি, সুপেয় জলের অভাব, ভূমিক্ষয়, স্বাস্থ্য সমস্যা, বাসস্থানের বিলুপ্তি, অবকাঠামোর বিনাশ, মৌসুমী কর্মহীনতা ও মৃত্যু। আবার এটিও সত্য যে, জলের উন্নয়নমূলক ব্যবহারও ভিন্নপ্রকৃতির সমস্যা সৃষ্টি করছে (Conway, 1990:133)। বড় ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগ্রহণকে অর্থহীন মনে করা হচ্ছে, কারণ তাতে বাঁধজাতীয় বাধার কারণে প্লাবন সমভূমিতে মাছের চলাচল বিঘ্নিত হয়ে থাকে (Ali, 1991:15)। এ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে প্রায় ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি হারাতে হয়েছে যেখানে মাছ উৎপাদিত হতো। আগামী ২০ বছরে এরকম উদ্যোগের কারণে ৭৩,০০০ থেকে ১,১০,০০০ টন অভ্যন্তরীণ আহরণযোগ্য মাছ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে আশংকা করা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক প্লাবনের প্রতিবেশতাত্ত্বিক গুরুত্বও সুবিদিত।

৩.০ পরিপ্রেক্ষিত নীতিগ্রহণের ইংগিত (Perspective Policy Implications):

পরিবেশের বৈরিতা নিরাপত্তাহীনতার কারণ হলেও অর্থনৈতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, প্রতিবেশতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতার পারস্পরিক অসংলগ্নতা কম দায়ী নয় (Abdullah and Engelhard, 1993:8)। সুতরাং পরিবেশগত বিপর্যয়কে সামাজিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডের নিরিখে প্রত্যক্ষ করার প্রবণতা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে পরিবেশগত পরিস্থিতি ও আর্থসামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কতগুলো সাধারণ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; যা পরিবেশ, উন্নয়ন ও অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধনের বিষয়টি ধারণায়িত করতে সাহায্য করে। যেমন ঃ

(১) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে ভূমিহীনতা, মেরুকরণ ও গরীবায়ন অবস্থার বিস্তৃতি

(২) নিঃস্বকরণের কারণ ও ফলশ্রুতি হিসেবে পারিবেশিক বিপর্যয়

(৩) জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তা যা মৌলিক চাহিদা, যেমন, কর্মনিয়োজন, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রভৃতির পরিপূরণ না হওয়ায় দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করছে

(৪) ভূমির অবনয়ন, বনের বিনাশ এবং জলদূষণ

(৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, খরা, ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় ভিত্তিক সম্পূরক উদ্যোগের অভাব

(৬) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভুত নতুন ব্যবস্থাদি যা জীববৈচিত্র্য, বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ ও পুনঃপূরণীয়তার (replenishability) সুযোগ হ্রাস করছে

(৭) স্থানীয় সম্পদ সংগঠিতকরণ, উন্নয়ন প্রশাসন ও টেকসই কৃষিকর্মের মতো বিষয়ে গণ-অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে পারে এমন লাগসই প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা

(৮) জনসাধারণের জ্ঞান, ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক ক্ষমতা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন সম্ভাবনা সম্পর্কে উন্নাসিকতা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন ভাবনায় রাজনৈতিকীকরণের প্রশ্রয় প্রদান

(৯) ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের বিমোচন, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে কৃষিকাঠামো ও সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রয়োজনীয় সংস্কারের অনুপস্থিতি যা অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে লক্ষ্যাভিসারী ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

৪.০ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও কার্যক্রম গ্রহণের অপরিহার্যতা

৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও কার্যক্রম বিষয়ক এজেন্ডাঃ বাংলাদেশের পরিবেশ এখনো স্বল্পমাত্রার বাণিজ্যিকীকরণ, নিম্নমাত্রার প্রযুক্তি ব্যবহার ও স্বল্প গতির নগরায়ন দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত। শিল্প-অগ্রসর সমাজের পরিবেশগত সমস্যার তুলনায় এখানকার পরিবেশগত সমস্যার প্রকৃতি তাই কিছুটা ভিন্নধর্মী। সীমিত সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি নির্বাচন, শিল্পজাত বিকল্প আবিষ্কার, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন-অভিমুখীনতার মত বিষয়সমূহ তাই স্বকীয় দেশভাবনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরিবেশ-দারিদ্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অসম্পূর্ণতা, অবিচার, অনিশ্চয়তা ও সমতার প্রসঙ্গসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যে, It is now increasingly realized that the natural environment is a finite resource and does not have the capacity to absorb and cushion all the adverse impacts on it by modern technologies and rapidly increasing population (Chowdhury, 1993:35)।

৪.২ আমাদের দেশের উন্নয়ন চিন্তায় এমন ধারণার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, বিলম্বিত উপলব্ধি, অসমর্থ প্রতিষ্ঠান, ও অসঠিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সার্বিক পরিস্থিতিকে অবনতিশীল করেছে। সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সম্প্রদায়গত কার্যক্রম গ্রহণ ও তার জন্য আবশ্যক সামাজিক -সাংগঠনিক পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। আজকের দিনে এটি অন্তত পরিষ্কার হয়েছে যে, পরিবেশ বিপর্যয়রোধ একটি পর্যায়ে সম্পন্ন করার মতো বিষয় যেমন নয়, তেমনি এটি কোন বিশেষ খাতের (sectoral) সমস্যাও নয়; বরং সমাজ, সংস্কৃতি, সম্পদ, পরিবেশ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আন্তঃক্রিয়ার ফলশ্রুতি। বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর বৃহৎ প্রকৃতির উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও একথা বলা যায় যে, সামাজিক-পরিবেশতাত্ত্বিক ব্যবস্থার (socio-ecological perspective) দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম- পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সংগঠিত করণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার আবশ্যকতা রাখে। এমন ভাবনার পেছনে একটি পূর্বানুমানই যথেষ্ট যে, সামাজিক ও প্রতিবেশতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ, জীবন ও জীবিকা ক্রমাগত প্রান্তিক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে ভূগোল, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বা পরিবেশনীতিকে আলাদা আলাদা বিবেচনার বিষয় ভাবার যৌক্তিকতা নিতান্তই কম। প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয়টি এক্ষেত্রে কেন এত গুরুত্ব বহন করে সে বিষয়ে যাবার আগে আমরা এমন কিছু আবশ্যক কার্যক্রম (needed actions) চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলো প্রতিষ্ঠান-নির্ভর সাংগঠনিক আয়োজন, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও স্বচালিত প্রেষণার যৌক্তিকতাকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে।

১. আরো বাস্তবমুখী ও সমতাভিত্তিক কৃষিকাঠামোগত সংস্কার সাধন, যাতে করে সম্পদহীন জনগোষ্ঠী উদ্যোগী হবার মতো ক্ষমতাবান হতে পারে

২. কৃষিকাঠামোগত সংস্কারে কৃষি-সমাজ-প্রতিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা

৩. সাধারণ সম্পত্তি ও সম্পদসহ সরকারী সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো সমতাবিধানমূলক ও সমষ্টিভিত্তিক নীতি গ্রহণ

৪. সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দরিদ্রমুখী ও সমষ্টি-চেতনাভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও তার আইনসিদ্ধকরণ

৫. কৃষি, জনসংখ্যা, বসতি ও আরচণগত বিষয়ের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি

৬. উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে সাংগঠনিকভাবে নিশ্চিতকরণ

৭. পরিবেশগত সচেতনতাকে বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

৮. বিশেষ লক্ষ্যদল (target group) সংগঠিত করণ ও তাদের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ

৯. কল্যাণমুখী শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন যা স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সমান ব্যবহার উপযোগিতা পায়

১০. স্বল্পমূল্যের বাসস্থান, পরিকল্পিত বসতি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও জীবন রক্ষাকারী মৌলিক সুবিধাদির সংস্থান

১১. যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচন, টেকসই কৃষি ও অধিকতর সমতাভিত্তিক সুবিধা বিধানের লক্ষ্যকে নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন পদ্ধতি (Farming System Research and Development Approach) উদ্ভাবন

১২. সমষ্টিগত উদ্যোগ ও প্রস্তুতিগ্রহণের মাধ্যমে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গণ, মরুকরণের মতো সমস্যা থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা

১৩. ভূ-উপরিস্থ জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়ন

১৪. জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণ

১৫. অবিভাজ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

১৬. বর্তমান অবকাঠামোগত সুবিধার সমন্বিত যত্নগ্রহণ ও এর উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরতার চেতনা সংগঠিতকরণ

১৭. বনাঞ্চলসহ সরকারী ব্যবস্থাধীন সম্পদের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক শর্ত ও আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ

১৮. বসতভিটা, ক্ষেত ও অন্যান্য পরিসরে কৃষিবনায়নের লক্ষ্যে উন্নত অথচ প্রয়োজনসিদ্ধ প্রযুক্তি ও নক্সা প্রণয়নে জনগণ, সম্প্রসারণকর্মী ও গবেষকের মধ্যে আরো বাস্তবোচিত সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি

১৯. স্থানীয়ভাবে জ্বালানী, কাঠ, নির্মাণ সামগ্রী ও জৈব শক্তির উৎস ও সরবরাহকে নিশ্চিতকরণ

২০. খামার ব্যবস্থা, গবেষণা ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে বসতভিটা উৎপাদন ব্যবস্থার (homestead production system) অনুপুঙ্খ সমস্যা নির্ণয় ও উন্নত নক্সা প্রণয়ন

২১. হাঁস-মুরগি পালন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সবজিবাগান চর্চা, বীজ সংরক্ষণ, ফলবাগান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়কে তীব্রকরণ ও বহু-মুখীকরণ

২২. সুতাকাটা, বয়নশিল্প, মৃত্তিকাশিল্প, বনজশিল্পসহ অন্যান্য কারিগরী (artisan) ও হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য উপকরণ, বাজার, মূল্য, ঋণ, চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা দান

২৩. সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারণার ব্যাপ্তকরণ ও বাস্তবায়ন

২৪. বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সেক্টর ও এলাকাভিত্তিক সমবায় মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ গ্রহণকে সংহত করা যাতে করে আয়, সম্পদ, অধিগম্যতা ও ক্ষমতায়নের মতো জরুরী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে

৪.৩ উপর্যুক্ত ক্ষেত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করলে একথা বলার দরকার হয় না যে, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রশাসনের স্থানীয় উদ্যোগ কোনক্রমেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো নির্মাণ বা কৃষি আধুনিকীকরণের মতো বৃহৎ প্রকৃতির প্রকল্পের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হতে পারে না। স্থানীয় পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও যত্নগ্রহণে ব্যর্থতা জাতীয়ভাবে গৃহীত কার্যক্রম, প্রকল্প ও উদ্দেশ্যসাধনের ব্যয় ও ভ্রান্তি বৃদ্ধি করতে বাধ্য। আমরা জানি যে, সরকারীভাবে 'পরিবেশ-দারিদ্র-জনসংখ্যা' সম্পর্কটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে; এছাড়া বিচিত্র সম্পদের টেকসই উন্নয়নের সরকার জনগণের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধন বলতে যে দাপ্তরিক সমন্বয়ের ধারণা পাওয়া যায় তা থেকে সরকারি পরিবেশ ভাবনা ও টেকসই উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা কার্যোপযোগী (operationalized) রূপটি সুস্পষ্ট হয়না। বরং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকান্ড ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে শূন্যতাই পরিলক্ষিত হয়।

৫.০ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও এ সম্পর্কিত প্রত্যাশার স্বরূপ

৫.১ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ব্যাপারটি সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন দপ্তর, পরিদপ্তর ও এজেন্সি তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় যে আর নেই, এমন ধারণা বর্তমানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। অনুরূপভাবে আন্তঃদপ্তর, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃএজেন্সী সমন্বয়সাধনকে পরিবেশ সংক্রান্ত কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক উচ্চারিত হতে দেখা যায়। সরকার অবশ্য তৃণমূল পর্যায়ে জৈববস্তুসার, মৃত্তিকার উর্বরতা ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণের কথা বলেছে। তবে তার বাস্তবায়ন ও সে সংক্রান্ত পদক্ষেপ স্পষ্ট নয়। এটি সুবিদিত যে, বাংলাদেশে কিছু কর্ম গবেষণা (action research) পরিপক্কতার এক পর্যায়ে কৌশল ও উদ্দেশ্যের বৃহত্তর সমন্বয়ের কথা সুপারিশ করেছে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'total village approach' এবং খামার ব্যবস্থা গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'holistic approach' এ প্রসঙ্গে করা যায়, এ ধরনের উপলব্ধি একদিকে যেমন গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন দিকের পরস্পর সংলগ্নতার বাস্তব অভিজ্ঞতা–তাড়িত; অন্যদিকে খণ্ডিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অক্ষমতা নির্দেশক মনে করলে ভুল করা হবে না। পরিবেশ সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা হলো সর্বশেষ উপলব্ধি তাগিদ, যা এই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতাকে আরো আরো বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছে।

৫.২ 'Poverty-environment linkages' অথবা 'environmentally sound multiple use of resources' এ ধরনের অভিমুখীনতারই বহিঃপ্রকাশ (দেখুনঃ GOB, 1991);, কিন্তু যখনই সম্প্রদায় বা জনগণের অংশগ্রহণের কথা এসেছে তখনই 'NGO-private sector partnership-এর মত জনতুষ্টিমূলক সমাধান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।[১] তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বেসরকারী সংগঠনসমূহের তৃণমূল পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ সরকারকে অনেকখানি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা ও সরকারী সম্পত্তিতে চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন, কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারিভাবে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা অনেকটা দুর্বল প্রত্যক্ষণ ও প্রতিজ্ঞার পরিচায়ক।

৫.৩ বাংলাদেশে সম্পদ ও সম্পর্ক যেসব জটিল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ অগ্রযাত্রার সহায়ক নয়। এক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা, বিধি, মূল্যবোধ ও আচরণ প্রয়োজন যা প্রত্যাশিত রূপান্তরের সহগামী হতে পারে। আবার এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও সমন্বয়ের বিষয়বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমাদের মতে অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তিনটি বিষয়কে সংশিষ্ট করে; (১) প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের শক্তিসামর্থ, দুর্বলতা ও পক্ষপাত অনুধাবন, (২) সুসংজ্ঞায়িত লক্ষ্যের নিরিখে আবশ্যক প্রতিষ্ঠান প্রণয়ন, ও (৩) জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ যাতে সম্প্রদায়ের ভেতর ও বাইরের বিশেষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কৌশলের সমন্বিত প্রয়োগ সম্ভব হয়।

৫.৪ প্রচলিত প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রচেষ্টায় নীতিগত পর্যায়ে যে বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব পায়নি তা হলো; (১) গ্রামাঞ্চলের সাধারণ এবং বিশেষত দরিদ্র গৃহস্থালীর অনিশ্চয়তা ও

নিরাপত্তাহীনতা। ভূমিস্বত্ব, বাজারনীতি, মূল্যনীতি, প্রযুক্তিনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মনে করা যেতে পারে, (২) সম্পত্তি সম্পর্ক, জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক, ক্ষমতা সম্পর্ক, প্রভৃতির প্রকৃতি ও আন্তঃসংযোগ যা দুর্দশাগ্রস্থ গৃহস্থালীসমূহের অভিযোজন ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, (৩) আকার, গঠন, প্রকৃতি, উৎপাদনশীলতা ও খামার পরিবেশের দিক দিয়ে আন্তঃগৃহস্থালীগত ভিন্নতা, (৪) প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা, (৫) আকৃতি উদ্যোগের বর্তমান প্রসার, প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতা; এবং (৬) বর্তমান উন্নয়ন প্রয়াস ও প্রকল্পের সুবিধাভোগকারী জনগোষ্ঠীর সত্যিকার সংখ্যা ও স্বরূপ।

৫.৫ দারিদ্র ও অনুন্নয়নের স্বীকৃত সম্পর্ককে মনে রেখে পরিবেশগত সংরক্ষণ, কৃষি প্রবৃদ্ধি ও সুফল বন্টনের ধরনকে এমনভাবে নির্ণয় করা দরকার, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতভিত্তিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে স্থানভিত্তিক যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে 'ক্ষমতায়ন' ও 'মানবীয় উন্নয়ন'-কে সংশ্লেষিত করে গণ-অংশগ্রহণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ It is at this point that the concept of participation as empowerment comes close to the notion of development as fulfilment of human potential and capabilities (Ghai, 1988: 4)। এ ধরনের সংজ্ঞায়নের যথার্থতা বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতার জন্য জরুরী। বিশেষ করে সমন্বিত স্থানীয় উদ্যোগের জন্য গণ-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে[২] ঃ

(১) Sharing of power and resources;

(২) Deliberate efforts by social groups to determine their destinies;

(৩) Opening up of opportunities from below; and

(৪) Democratic and self-reliant organization for achieving the above objectives.

৫.৬ বাংলাদেশের মতো একটি সীমিত সম্পদ ও জনসংখ্যাধিক্যের দেশে দারিদ্র্য ও অভাবের অংশীদারিত্ব ছাড়া উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, অবাধ প্রতিযোগিতার নামে ব্যষ্টিস্বার্থকে চরিতার্থ করার অবারিত সুযোগ প্রদান টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করতে বাধ্য। সুতরাং খামার গৃহস্থালী, সম্পদ ও সাংগঠনিক সক্ষমতার আন্তঃসম্পর্কের পুনর্কাঠামোদ্ধকরণ প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা, সমতা ও টেকসই অবস্থা অর্জনের জন্য ন্যূনতম সামষ্টিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য সম্পদের প্রত্যাশিত বন্টন ও বিকাশের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। একারণেই বলা হয়ে থাকে যে, এদেশে ক্ষুদ্রমাত্রার সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন। আর এধরনের উদ্যোগের মাধ্যমেই গণ-অংশগ্রহণকেও উদ্দীপিত করা যায়।

৫.৭ সে অর্থেই গণ-অংশগ্রহণ একদিকে পূর্বশর্ত অন্যদিকে উৎপাদন; যা, (১) প্রান্তিকজনদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, (২) অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহারকে

সংগঠিত করতে পারে, এবং (৩) প্রতিবেশকে রক্ষা করতে পারে। এযাবৎকাল আমলাতান্ত্রিক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থে প্রণীত সম্প্রসারণ কর্মসূচী, বিতরণ ব্যবস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবিবেচিত প্রসারণ ও লাগামহীন বেসরকারী সংগঠনের নিয়োজন দ্বারা উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চাওয়া হয়েছে। Misra (1985 : 80-81) বলেন, "Whatever institutions are conceived and created with the intention of benefitting the poor, ultimately tend to be dominated by the richer group and are utilized mainly for their benefit. How to mobilize the poor sections of the areas and enable them to take due and effective share in the existing resources and participate more actively in development activities of the rural areas seems to be the crucial questions".সত্যিকার অর্থে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) উন্নয়ন প্রশাসন, কৃষির আধুনিকীকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থানীয় সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৮ উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ একটি দীর্ঘকালীন প্রতিষ্ঠান হলেও সমকালীন প্রয়োজন ও অভিমুখীনতার অভাব এখানে অত্যন্ত তীব্র। এ পর্যায়ে যত ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা বিভিন্ন আমলে নেয়া হয়েছে সেগুলো আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের নেতৃত্বদানকারী প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আস্থা লাভে সক্ষম হয় নাই।[৪] এর মূল কারণ মনে হয় সমস্যার শেকড় অনুসন্ধানে ব্যর্থতা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রামীণ পুনর্গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দ্বিধা। কাঠামোগত বাধা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাব ও লক্ষ্যদল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে কর্মক্ষম করতে পারেনি; বরং এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর একটি স্থানীয় প্রান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যার সরকারমুখীনতা তেমনি অবিচল; যেমন সরকারের সাথে কায়েমী স্বার্থের নিগূঢ় বন্ধনও অনবদ্য।

৫.৯ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্য থেকেও সমন্বিত স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সুপারিশ এসেছে। বেশ কিছু গ্রাম গবেষণা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে এসব সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক গবেষণাজাত সুপারিশকে শাসকমহল গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনবোধ করেননি (দেখুনঃ Abdullah, et al. 1977; Siddiquee, 1980; Januzzi & Peach, 1990) UNDP একটি রিপোর্টে সম্প্রতি মন্তব্য করেছে যে, মানব উন্নয়নে ব্যর্থতা অংশত জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কমিটমেন্টের অভাব ও অংশত তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত গণ-অংশগ্রহণের অভাবের ফলশ্রুতি। টেকসই-সক্ষমতা (Sustainable efficiency) অর্জনের জন্য সমতাসংক্রান্ত বিবেচনা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কৌশল দরকার (UNDP, 1990:3)।

৫.১০ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনের কথা অনেক আগে থেকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। Dumont বলেছেন, "Nor democracy neither socialism is possible without

giving much real power to the majority of the people especially at village level. Some strong organization is badly needed at village level, with economic and level process (1973)[৫]। " Stepanek (1979 : 152) বলেন, "Civil service intervention at village level should be gradually curtailed not only because it has been ineffective but because, with the broadening of economic opportunities, the village as a whole should participate in productive process.[৬]"

৫.১১ বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন যে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে তাতে করে উন্নয়ন ভাবনায় মানবীয় উপাদানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মানবীয় সামর্থের সার্থক পরিস্ফূটনের জন্য যথাযথ প্রতিষ্ঠানও একটি উপলব্ধ প্রয়োজন। আমরা যে সামাজিক-পরিবেশতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম তাও অংশগ্রহণের প্রকৃতি, লক্ষ্য পরিধি ও প্রতিষ্ঠানের রূপ সম্পর্কে অনেকটা ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-গবেষক কর্তৃক প্রদত্ত 'কমিউনাইজেশন' বা 'কালেকটিভাইজেশন' সংক্রান্ত সুপারিশসমূহও যথেষ্ট মূল্যবান নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।[৭] কিন্তু এসব সুপারিশও সাধারণভাবে সামাজিক বিজ্ঞান-প্রসূত ধ্যান-ধারণাকে খুব কমই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল্য দেয়া হয়েছে। বরং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বদলে বেসরকারী সংগঠনের উপর নির্ভরশীলতাকেই আপাত-উদ্ধার হিসেবে পরিগণনা করা হয়েছে। সরকার অন্তত বেসরকারি সংগঠনসমূহকে একটি মডেল অন্বেষণের জন্য সমন্বিতভাবে প্রকল্পগ্রহণ ও প্রয়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করতে পারতো কিন্তু তা হয়নি। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতায় স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশানুগ উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি কতটুকু আশার আলো দেখতে পাবে তা সত্যিই অনিশ্চিত।

৫.১২ এছাড়া, এমন আশাও করা যায় না যে, সরকার বেসরকারি সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। বলা বাহুল্য, সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে; বেসরকারি সংগঠন সুবধাবিধানকারী হিসেবে সাহায্য করতে পারে মাত্র। এমন উক্তি বেসরকারী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পাওয়া যায় যে, "Given their limited reach and authority, dissemination of new approaches across the country should be the task of the government" (UNDP, 1993 : 71) । একথা সহজ অনুধাবনীয় যে, বেসরকারি সংগঠন নতুন 'কনসেপ্ট,' 'প্রাকটিস' ও 'ডিজাইন' প্রদান করার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারলেও সম্প্রদায়ভিত্তিক বহুমুখী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষমতা রাখে না।[৮]

৬.০ উপসংহার

বৃহত্তর সামাজিক-পতিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি পরিবেশগত সংকটকে টেকসই কৃষি উন্নয়ন, উদ্ভাবনমূলক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে গণ-অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার মতো বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবার অবকাশ দেয় না। বরং সীমিত

সম্পদের উৎপাদনমুখী ও সংরক্ষণমূলক ব্যবহারের জন্য সমষ্টিগত উদ্যোগেরই ইঙ্গিত দেয়। এক্ষেত্রে দুরবস্থাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর গণ-অংশগ্রহণ, সমতাবিধান ও ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ ধরনের সমন্বয়, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও গণ-অংশগ্রহণভিত্তিক স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নে সহজেই অবদান রাখতে পারে। তবে সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য যে শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজন তা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐকমত্যের মাধ্যমেই অর্জন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অভিজ্ঞমহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বেসরকারী সংগঠনের অর্জিত সাফল্যের নিরিখে একদিকে যেমন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে, তেমন জাতীয় পর্যায়ে সংলাপও অত্যন্ত জরুরী। ব্যাপারটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শাসক ও অশাসক রাজনৈতিক দলসমূহ ও বিশেষজ্ঞমহল যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন, জাতির জন্য তা ততই মঙ্গল বয়ে আনবে।

টীকা

১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নীতির কিছু অতীত ভুল চিহ্নিত করা হয় ঃ (১) ওপর থেকে প্রতিষ্টান চাপিয়ে দেয়া এবং তাকে আমলাতন্ত্রেরই সম্প্রসারণ হিসবে চিহ্নিত করা; গণ-অংশগ্রহণ নয়; (২) সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা; (৩) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানকে বাইরের সম্পদ বিতরণ ও ব্যবহারের এজেন্সি হিসেবে প্রত্যক্ষ করা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগঠিতকরণের জন্য নয় (দেখুন ঃ Abdullah, 1974) ।

২) Drillon and Steitel (1987) প্রথম তিনটি পয়েন্টকে ক্ষমতায়নের উপাদান হিসেবে গণ্য করেন। Ghai (1988 : 4) মনে করেন অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে দরিদ্রদের সংগঠন প্রয়োজন যা চতুর্থ উপাদান হিসেবে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩) Attwood (1992) মনে করেন রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাঝামাঝি একটি মধ্যপথও রয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সমবায়কে তেমন একটি সক্ষম পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।

৪) Wahhab (1988 : 222) মনে করেন যে স্থানীয় সরকারের কাঠামো ও কার্যকলাপ সম্পদকে সাংবিধানিক বিধান থাকা উচিৎ।

৫) Abdullah and Engellhard (1993 :16) একটি প্রবচনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ "There is no democracy without local development." তিনি এর সাথে যুক্ত করেন ঃ "Without, or with little, concern for the environment" ।

৬) Abedin (1981) মন্তব্য করেন যে, স্বনির্ভর হবার জন্য 'The cooperatives, as community institutions, will have to take full responsibility of resource allocation, production, consumption and distribution. These will deal with economic, social, cultural and even with political aspcts of rural life,'

৭) Abdullah (1974) অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও বৃহৎ প্রকৃতির সমবায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। অবিচ্ছিন্ন এলাকার সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সমবায়টি 'firm-farm' হিসেবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৮) Khan and Steward (1993) একটি নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, পরিপূর্ণ গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান অর্জনকে একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

ABDALLAH, T. B. and Engelhard, P. 1993 *The Urgency of Fighting Poverty for Democracy and the Environment*. Geneva : United Nations Non-Government Liaison Service.

ABDALLAH, A. 1974 *Institution-Building in Agriculture : Implicit Social Theory in the First Five Year Plan*. Political Dconomym 1, 1, 193-200.

ABEDIN, Z. 1982 *The Prospects of Agrarian Reforms in Bangladesh*. The Journal of BARC, 11, 1 & 2, 16-29.

ALI, YOUSSOUF 1991 *Towards Sustainable Development : Fisheries Resource of Bangladesh*. Dhaka : IUCN/NCSB.

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1991 *Population and Natural Resource Management : Key Issues and Possible Actions (Paper No. 6*. Manila.

ATTWOOD, D.W. 1990 *State vs. Local Control in Common Resource Management : A Comparative Analysis.Sociological Bulletin* 41, 1 & 2, 1-17.

CHOWDHURY, K. R.and Bhuiyan, A. H. 1990 *Environmental Processes Flooding, River Erosion, Siltation and Accretion Physical Impacts*. In : Rahman, A. A. et al. eds, Devironmental Aspects of Surface Water System of Bangladesh. Dhaka : University Press Ltd.

CHOWDHURY, M. S. U. 1993 *Importance of Natural Resource Management for Sustainable Agricultural Development : Bangladesh Context*. Dhaka : Bangladesh Agricultural Research Council.

DANIDA 1989 *Environmental Profile : Bangladesh*. Copenhagen.

DEAN, P. B. & Treygo, W. 1989 *The Environment and Development in Bangladesh*. Dhaka : Canadian International Development Agency.

DUMONT, R. 1973*Problems and Prospects for Rural Development in Bangladesh*. Dacca : The Ford Foundation.

GHAI, D. 1990 *Participatory Development : Some Perspectives from Grassroots Experiences*. In : Griffin, K. and knight, J. eds. *Human Development and International Development Strategy for the 1990s*. London : Macmillan.

HUSSAIN, M. 1990 *Population and Environment Inter Relationships in Bangladesh*. In : Mahbub, A. Q. M. ed. *Proceedings of the Seminar on People and Devironment in Bangladesh*. Dhaka : UNDP/UNFPA.

ISLAM, N. 1990 *Impact of Demographic Pressure on Biomass Resource and Related Environmental Issues*. In : Mahbub, A. Q. M. ed. op. cit.

ISLAM, S. 1990 *The Declining Soil Quality*. In : Rahman, A. A. et al. eds. op. cit.

JANUZZI, F.T. & PEACH, J.T. 1990 *Bangladesh : A Strategy for Agrarian Reforms*. In : Posterman R. L. et al. eds, *Agrarian Reform and Grassroot Development*. London : Lynne Rienner Publishers.

JAHANGIR, B. K. 1979 *Differentiation, Polarization and Confrontation in Rural Bangladesh*. Dhaka : Cenre for Social Studies.

KHAN, N. & STEWART, E. 1993 *Institution Building and Development in Three women's Organization of BRAC : Participation, Ownership & Autonomy*. Grassroots, 3, 9, 1-20.

MAHMUD, I. 1991 *Towards Sustainable Development : Industrial Pollution in Bangladesh*. Dhaka : IUCN/NCSB.

MISRA, R.P. 1985 *Rural Development : Capitalist and Socialist paths (Vol. One) New Delhi* : Concept publishing Co.

POOKPAKDI, A. 1993 *Sustainable Agricultural Development with Emphasis on Small Farmers*. Farm Management Notes, 16, 1-15.

RAHMAN, A. 1989 *Peasants and Classes*. Dhaka : University Press Ltd.

RASHID, H. 1991 *Geography of Bangladesh*. Dhaka : University Press Ltd.

STEPANEK, J.F. 1979 Bangladesh Equitable Growth? New York : Pergamon Press.

VIVIAN, J. M. 1991 *Greening at the Grassroots : People's Participation in Sustainable Development*. Geneva : UNRISD.

WAHHAB, M.A. 1988 *Bangladesh Local Government : Endless Search for Newer Structure*. The Journal of Political Science Association. 1, 20-24.

WESTERGAARD, K. 1983 *Pauperization and rural women in Bangladesh*. Comilla, Bangladesh : BARD.

WORLD RESOURCE INSTITUTE 1990 *Bangladesh : Environment and Natural Resource Assessment*, Washington.